বর্ষ ৬ | সংখ্যা ৯ | আশ্বিন ১৪২৯ | সেপ্টেম্বর ২০২২

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়-এর মাসিক নিউজলেটার

সার্বিক সহযোগিতা ও তত্ত্বাবধানে
অধ্যাপক ডা. মো. শারফুদ্দিন আহমেদ
মাননীয় উপাচার্য, বিএসএমএমইউ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাসিক মুখপত্র

বিএসএমএমইউ সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতালের শুভ উদ্বোধন

জরুরি বিভাগ চালু, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও গবেষণার মানোন্নয়নে প্রফেসর ইমেরেটাস নিয়োগ দেওয়ায় বিএসএমএমইউ'র কর্মকাণ্ডের প্রশংসা করলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় (বিএসএমএমইউ) সুপার স্পেশালাইজ হাসপাতালের শুভ উদ্বোধন করেছেন। বুধবার সকাল ১০ টায় (১৪ সেপ্টেম্বর ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ) গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতাল ভবনে আয়োজিত মূল অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি প্রধান অতিথি হিসেবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যুক্ত হন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আবারো স্বাস্থ্য খাতে গবেষণা বাড়ানোর ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন। তিনি বলেছেন গবেষণা ছাড়া আসলে উৎকর্ষ সাধন সম্ভব নয়।

অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন, জাতির পিতার নামে প্রতিষ্ঠিত এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা, চিকিৎসাসেবা ও গবেষণা কার্যক্রমের গুণগত মান উন্নয়নের জন্য আপনারা (বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক চিকিৎসকরা) যে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন, সেজন্য আমি আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। স্বাস্থ্য শিক্ষা ও গবেষণার মান উন্নয়ন করার জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় নিজস্ব উদ্দোগে প্রফেসর ইমেরিটাস নিয়োগ দিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম আরো বেগবান করার জন্য ইউজিসি প্রফেসর নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

তিনি বলেন, আমাদের যারা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক রয়েছেন তাদের শুধুমাত্র চিকিৎসা দিলেই চলবে না। সাথে সাথে তাদের কিন্তু গবেষণা করাও জরুরী। কাজেই এই বিষয়ে আমি আপনাদের অনুরোধ করবো যাতে আপনারা বিষয়টির প্রতি বিশেষভাবে নজর দেন। স্বাস্থ্য ক্ষেত্রের গবেষণা এখনো আমাদের অপ্রতুল। গবেষণা ছাড়া কখনো উৎকর্ষতা সাধন করা যায় না। প্রতিষ্ঠার ২৩ বছর পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে জরুরি বিভাগ চালু করায় বিএসএমএমইউর বর্তমান প্রশাসনের প্রশংসা করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, এ বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক দিন ধরে ইমার্জেন্সি সার্ভিস ছিল না। তবে বর্তমানে তা চালু করায় আমি বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে রাজধানীর শাহবাগে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় এর 'সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতাল' ভবন উদ্বোধন শেষে মোনাজাতে অংশ নেন (বুধবার, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২২) । পিআইডি

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশি ভূমিকা রাখতে পারে সে জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের মাধ্যমে চিকিৎসকরা যেন গবেষণায় মনোনিবেশ করে এবং গবেষণায় আরো রিসার্চ গ্র্যান্ট দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে জেনে খুশি হয়েছি।

প্রধানমন্ত্রী এ সময় ডাক্তারদের শহরকেন্দ্রিক না থেকে উপজেলা যাওয়ারও আহ্বান জানান। পাশাপাশি অনলাইনে চিকিৎসা সেবাও এবং সরকারি হাসপাতালগুলোতে রোগীদের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির প্রতি যাতে বাড়ে সে জন্যও ব্যবস্থা নিতে হবে।

পর্যায়ে ছড়িয়ে পড়ে স্বাস্থ্য সেবাকে তৃণমূল মানুষের দোরগোড়ায় নিয়ে জোরদার করার পরামর্শ দেন। তিনি বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজ দৃষ্টি দেওয়ার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে বলেন, সেবার মান

সরকার প্রধান শেখ হাসিনা বলেন, মাঠ পর্যায়ে এখনো না। সবাইকে রাজধানীতেই থাকবে হবে এমন নয়। মানবিক দৃষ্টিকোণ পর্যন্ত মানুষ চিকিৎসা সেবা পায়। চিকিৎসকদের উদ্দেশ করে শেখ আমার তো মনে হয় ওষুধের থেকেও একজন ডাক্তারের মুখের কথায় যেন রোগীরা পায় সেই ব্যাপারে প্রত্যেক ডাক্তারকে আন্তরিকতার সাথে হাসপাতালে খুব অল্প খরচে চিকিৎসা নিতে আসেন। তারা যেন উন্নত সরকারের নেওয়া উদ্যোগের সুফল পাচ্ছে দেশের মানুষ। বেসরকারি বেসরকারি খাতেও স্বাস্থ্যসেবার মান বাড়ানোর ব্যবস্থা নিতে হবে।

চিকিৎসক-নার্সের অভাব দেখা যায়। অনেকেই মাঠ পর্যায়ে যেতে চান থেকে বিষয়টি চিকিৎসকদের দেখার অনুরোধ করছি। যেন উপজেলা হাসিনা বলেন, মানুষের সেবা করুন, মানুষের পাশে দাঁড়ান। কারণ, আশ্বস্ত হলে তার অর্ধেক রোগ ভালো হয়ে যায়। কাজেই এই আশ্বস্ত রোগীদেরকে দেখাতে হবে। মনে রাখতে হবে, সাধারণ মানুষ সরকারি চিকিৎসা পায়, সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে। স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতে খাতে হাসপাতাল ও মেডিক্যাল কলেজের অনুমোদন দিয়েছে সরকার।

বিশ্বের অনেক প্রতিষ্ঠিত অভিজ্ঞ চিকিৎসকদের বাংলাদেশে আসার বিষয়ে আমাদের ডাক্তারদের উদার হতে হবে। দরজা বন্ধ করে রাখলে

সুযোগ করে দিতে হবে বলে উল্লেখ করে সরকার প্রধান বলেন, এ আলো-বাতাস বাসায় ঢোকে না। এ বিষয়ে বিশেষভাবে ভাববেন।

সুপার স্পেসালাইজড হাসপাতাল দেশের চিকিৎসাসেবায় নব দিগন্ত চালু হলে বাংলাদেশের বার্ষিক আনুমানিক ৩৫০ কোটি টাকা সাশ্রয় বিশ্ববিদ্যালয়, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাতেও তাঁর সরকারের পদক্ষেপ গ্রহণের

উন্মোচিত করবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করে তিনি বলেন, এ হাসপাতাল হবে। বাংলাদেশে অনেক বাধা বিপত্তি উপেক্ষা করে প্রথম মেডিক্যাল কথাও অনুষ্ঠানে স্মরণ করেন এবং প্রত্যেক বিভাগীয় শহরে একটি করে উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী।

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, তাদের আসলে দেশের প্রতি ও জাতির প্রতি হিসেবে এটাকে গড়ে তুলেছিল। এমনকি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম কর্তব্যরত চিকিৎসক, নার্স এবং কর্মচারিরা সে সময় বিএনপি-জামায়াত

দায়িত্ব বোধ কখনই ছিলনা। অনিয়ম, দুর্নীতি এবং স্বজনপ্রীতির আখড়া পর্যন্ত তারা বন্ধ করে দিতে চেয়েছিল। তবে, সে সময়কার অনেক সরকারের এসব কর্মকাণ্ডে বাধা দেওয়ায় তিনি তাদের ধন্যবাদ জানান।

তিনি বলেন, সারাবিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা চলছে। দুই বছরের স্যাংশন। বাংলাদেশকে কঠিন পরিস্থিতি অতিক্রম করতে হচ্ছে। যেখানে দেশের সার্বিক সেবা দেওয়া কত কঠিন দায়িত্ব, আমরা বুঝতে পারছি।

করোনার পর এখন রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের ফলে স্যাংশন পাল্টা উন্নত দেশ নিজেদের নিয়ে হিমশিম খাচ্ছে। সেখানে আমাদের মতো

তিনি আরো বলেন, আমাদের আরও মিতব্যয়ী হতে হবে। উৎপাদন বিশ্বের পরবর্তী পরিবেশের কথা একটু চিন্তা করেন। সে সময় কিন্তু রয়েছে। এজন্য আমি সবাইকে বলি, যে যা পারেন উৎপাদন করেন। ও পানি ব্যবহারে সাশ্রয়ী-মিতব্যয়ী হতে হবে।

বাড়াতে হবে। সামনে আরও কঠিন সময় আসবে। আপনারা দ্বিতীয় একটা দুর্ভিক্ষ হয়েছিল বিশ্বব্যাপী। এখনো সেরকম একটা সম্ভাবনা নিজেরা কিছু করে নিজের চাহিদাপূরণে উদ্যোগী হোন। জ্বালানি, বিদ্যুৎ

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণাকে বেগবান করার জন্য এই ইনরোলমেন্ট করেছি। গবেষণার মানকে আর্ন্তজাতিক মানে উন্নীয়ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে সমঝতা চুক্তি স্বাক্ষর করেছি। যাতে প্রতিষ্ঠানের প্রতিরোধে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়ে জেনোম সিকোয়েন্সিং রিসার্চের ক্ষমতাসম্পন্ন অক্সিজেন প্ল্যান্ট চালু করেছি। ১৫ দিনে বঙ্গমাতা শেখ

উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ প্রথম একসঙ্গে ২৪ চিকিৎসক গবেষককে পিএইচডি কোর্সে করার জন্য এআইএমএস, ব্রাউন ও সিকাগো এবং অক্সফোর্ড শিক্ষা গবেষণার জ্ঞান বিনিময় করা যায়। পাশাপাশি করোনাভাইরাস ফলাফল প্রকাশ করেছি। ৫ হাজার থেকে ২০ হাজার লিটার ধারণ ফজিল্লাতুন্নেছা মুজিব ফিল্ড হাসপাতাল চালু করেছি।

তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ২৩ বছর পর প্রথমবারের মতো প্রধানমন্ত্রী আপনার আর্থিক সহায়তায় হজকিন লিম্ফোমা রোগে সুস্থ করে বাড়ি ফিরাতে সক্ষম হয়েছি।

কর্মকর্তা কর্মচারীদের জন্য হেলথ কার্ড চালু করেছি। মাননীয় আক্রান্ত শ্রাবণ স্ন্যাল ও কণ্ঠশিল্পী আকবর আলীসহ অনেক রোগীকে

অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তব্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমন্ত্রী জাহিদ হচ্ছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় সুপার নির্মিত হয়েছে। এর মাধ্যমে দেশের মুদ্রার সাশ্রয় হবে। করোনাভাইরাস ৩০ কোটি ভ্যাকসিন পেয়েছে। অর্থাৎ ৯০ শতাংশ মানুষ ভ্যাকসিনের স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের সচিব সাইফুল হাসান বাদল

মালেক বলেন, দেশের ওষুধের চাহিদা শতভাগ দেশেই উৎপাদন স্পেশালাইজড হাসপাতালটি মানুষে উচ্চতর চিকিৎসা প্রদানের জন্য রোধে সরকারের সফলতা তুলে ধরে তিনি বলেন, এ পর্যন্ত বাংলাদেশের আওয়াতায় এসেছে। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তৃতা করেন এবং বাংলাদেশে দক্ষিণ কোরিয়ার রাষ্ট্রদূত লি জেং কিউন।

অনুষ্ঠানে সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতাল এবং বিএসএমএমইউ'র করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল সাহায্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষক চিকিৎসক, কর্মকর্তা, নার্স, কর্মচারীরা উপভোগ করেন।

সার্বিক কর্মকাণ্ড বিষয়ে একটি থিম সং ও একটি প্রমাণ্যচিত্র প্রদর্শন বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ ডা. মিলন হল এ ব্লক মিলনায়তনে বসে স্ক্রীনের

নব নির্মিত ৭৫০ শয্যা বিশিষ্ঠ প্রায় ৪ একর জমির ওপর মোট ১ হাজার ৫৬১ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত হয়েছে সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতাল। এর মধ্যে দক্ষিণ কোরিয়া সরকারের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সহযোগিতা তহবিল এক হাজার কোটি কোটি টাকা প্রদান করেছে। সরকার বরাদ্দ করেছে ৩৩০ কোটি টাকা এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় ১৭০ কোটি টাকা দিয়েছে। অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি এবং আধুনিক অপারেশন থিয়েটারসহ, হাসপাতালটি যে কোন সরকারি বা বেসরকারি হাসপাতাল বা চিকিৎসক দ্বারা রেফার করা সমস্ত গুরুতর রোগীদের চিকিৎসা প্রদান করবে। প্রায় ৫ থেকে ৮ হাজার রোগী হাসপাতালের আউটডোর পরিষেবা পাবেন। এছাড়াও ১৪টি অত্যাধুনিক অপারেশন থিয়েটার, একটি ১শ' শয্যার ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট, একটি ১শ' শয্যার জরুরি ইউনিট, ছয়টি ভিভিআইপি এবং ২২টি ভিআইপি কেবিন এবং ২৫টি ডিলাক্স কেবিন থাকবে। বিশেষায়িত পরিষেবাগুলোর মধ্যে রয়েছে অস্থি মজ্জা প্রতিস্থাপন, জিন থেরাপি এবং রোবোটিক সার্জারি ।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডাঃ মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ এর মাতা হোসনে আরা বেগম এর মৃত্যুতে

আমরা শোকাহত

বঙ্গবন্ধু মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ্ব সিএলএল দিবস পালন

সামনের দিনগুলোতে রেসিডেন্টরা আমাদের থেকেও অনেক ভাল গবেষক হবে : বিএসএমএমইউ উপাচার্য

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বিএসএমএমইউ) সারা বিশ্বের মত বিশ্ব ক্রনিক লিম্ফোসাইটিক লিউকোমিয়া (সিএলএল) দিবস পালিত হয়েছে। দিপসটি উপলক্ষে বৃহস্পতিবার দুপুর ১২ টায় (১ সেপ্টেম্বর ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ) বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ ডা. মিল্টন হলে একটি বৈজ্ঞানিক সেমিনার ও শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। এ বছর সিএলএল দিবসের প্রতিপাদ্য হচ্ছে 'চিকিৎসায় সম্পৃক্ত হোন'।

সেমিনার শেষে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের হেমাটোলোজি বিভাগে রোগীর সেবায় ছয়টি ক্লিনিক উদ্বোধন করা হয়। ক্লিনিকগুলো হলো-হেমোফিলিয়া, ব্লিডিং এন্ড কোয়াগুলেশন ডিজঅর্ডার ক্লিনিক; এন্টিকোয়াগুলেন্ট ক্লিনিক; লিম্ফোমা, মায়েলোমা এন্ড ক্রনিক লিম্ফোসাইটিক লিউকেমিয়া ক্লিনিক; এমপিএন ক্লিনিক; এমডিএস, এপ্লাস্টিক এনিমিয়া এন্ড বোন ম্যারো ফেইল্যুর ক্লিনিকও থ্যালাসেমিয়া ক্লিনিক। ক্লিনিকগুলোতে প্রতিদিন রোটেশন ভিত্তিক দায়িত্ব পালন করবে বিভাগের শিক্ষকরা।

সেমিনারে জানানো হয়, সিএলএল বা ক্রনিক লিম্ফোসাইটিক লিউকেমিয়া এক ধরনের ক্যান্সার যা লিম্ফোসাইট রক্ত কণিকাকে আক্রান্ত করে। রক্তের লিম্ফোসাইটের অনিয়ন্ত্রিত বৃদ্ধির ফলে এই রোগ দেখা দেয়। অস্থিমজ্জা থেকে এ রোগের উৎপত্তি ঘটে। সাধারণত বয়স্কদের মধ্যে এ রোগটি দেখা যায়। রোগটির উপসর্গ ধীরে ধীরে প্রকাশ পায়। তবে সিএলএল হওয়ার নির্দিষ্ট কারণ জানা যায়নি। তবে বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে জিন মিউটেশনের কারণে রোগটি হয়ে থাকে যা রক্ত কণিকার বৃদ্ধি ও উন্নতি নিয়ন্ত্রণ করে। এ পরিবর্তনের ফলে অস্বাভাবিক অকার্যকারী লিম্ফোসাইট উৎপন্ন হয় যা গুণিতক হারে বাড়তে থাকে এবং শরীরের বিভিন্ন অর্গানে জমতে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে এ রোগের কোন উপসর্গ রোগীর থাকে না। লক্ষণ বা উপসর্গ অনেক পরে দেখা দিতে পারে যখন এ রোগ লিভার, লিম্ফ নোডকে আক্রান্ত করে। এরোগের উপসর্গের মধ্যে-লিম্ফনোড বা লসিকা গ্রন্থি ফুলে যাওয়া, দুর্বলতা, জ্বর, ঘন ঘন ফুসফুস কিংবা ইউরিন ইনফেকশন হওয়া, ওজনকমে যাওয়া, রাতে অতরিক্ত ঘাম হওয়া এসব হতে পারে। সিবিসি, পিবিএফ ফ্লো সাইটোমেট্রি এবং কিছু ক্ষেত্রে বোন ম্যারো পরীক্ষার মাধ্যমে এ রোগ নির্ণয় করা হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে উপসর্গ কম থাকলে রোগের স্টেজের উপর ভিত্তি করে রোগটির চিকিৎসা ছাড়াই শুধুমাত্র পর্যবেক্ষণে রাখা যায়। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ইমিউনোথেরাপী, কেমোথেরাপী, এবং বোন ম্যারো ট্রান্সপ্ল্যান্ট এর মাধ্যমে রোগটির চিকিৎসা করা যায়। নিয়মিত মনিটরিং এবং ওষুধের ডোজ বা ওষুধ পরিবর্তন করে রোগটি নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব। বর্তমানে সিএলএল রোগের সব ধরনের চিকিৎসা বাংলাদেশেই করা সম্ভব। এ রোগের চিকিৎসার জন্য বিদেশ যাওয়ার কোন প্রয়োজন নেই।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেন, জ্বর কমে না, মাথা ব্যথা হয়, শরীর দুর্বল থাকে এমন হলে কিছু পরীক্ষা করা দরকার। সিএলএল রোগে আক্রান্ত রোগীরা জানতেই পারেন না যে কী রোগে আক্রান্ত হয়েছে। তাদের সচেতনতার জন্য এমন কর্মসূচি প্রয়োজন। উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর প্রথম পিএইচডি প্রোগ্রামের নির্বাচিত গবেষণার প্রোটোকল বিষয়ে বোর্ড অব এডভান্স স্টাডিজের প্রথম সভা অনুষ্ঠিত। সভায় ২৬টি পিএইচডির থিসিস উপস্থাপন করা হয়। এটি বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন ইতিহাস সৃষ্টি হয়েছে। বিগত ২৪ বছর মাত্র ৩ জনকে পিএইচডি ডিগ্রি প্রদান করা হয়। আশা করছি সামনের দিনগুলোতে বর্তমান রেসিডেন্টরা আমাদের থেকেও অনেক ভাল গবেষক হবে। তারা অনেক বিষয়ে বেশ পারদর্শী।

সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের হেমাটোলোজি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. সালাউদ্দিন শাহ। সেমিনারে প্রবন্ধ উপস্থান করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের হেমাটোলজি বিভাগের এফসিপিএস ট্রেইনি মেজর ডা. নুরু-ই-জান্নাত, রেসিডেন্ট ফেইজ বি'র ডা. আল আমিন সবুজ ও ডা. নাহিদ আফরোজা। সেমিনারে প্যানেল অব এক্সপার্ট হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিসিন অনুষদের ডিন অধ্যাপক ডা. মাসুদা বেগম, অধ্যাপক ডা. এবিএম ইউনুস, অধ্যাপক ডা. মোঃ রফিকুজ্জামান খান। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সহযোগী অধ্যাপক ডা. আমিন লুৎফুল কবির, সহযোগী অধ্যাপক ডা. ফারজানা রহমান, সহকারী অধ্যাপক ডা. মুনিম আহমেদ, সহকারী অধ্যাপক ডা. শফিকুল ইসলাম প্রমুখ।

বিএসএমএমইউয়ে পিসিওএস সচেতনতা মাস উপলক্ষে শোভাযাত্রা সেমিনার অনুষ্ঠিত

পিসিওএসের আক্রান্তের মধ্যে ১৫ থেকে ২০ বছর বয়সী কিশোরীর সংখ্যাই বেশি

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বিএসএমএমইউ) পলিসিস্টিক ওভারি সিনড্রোম (পিসিওএস) সচেতনতা মাস উপলক্ষে শোভাযাত্রা ও বৈজ্ঞানিক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ৮টায় (১ সেপ্টেম্বর ২০২২খ্রিষ্টাব্দ) বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় এ শোভাযাত্রা ও এ ব্লক অডিটোরিয়ামে বৈজ্ঞানিক সেমিনারটি দুপুর সাড়ে ১২ টায় বাংলাদেশ এন্ড্রোক্রাইন সোসাইটি আয়োজন করে। এ বারের প্রতিপাদ্য বিষয় পিসিওএস একটি হরমোন জনিত সমস্যা। জানুন, চিকিৎসা নিন।'

সেমিনারে বলা হয়, বিশ্বে প্রতি ১০ নারীর মধ্যে একজন পলিসিস্টিক ওভারিয়ান সিনড্রোম বা পিসিওএস রোগে আক্রান্ত। প্রজনন ক্ষমতাসম্পন্ন ১৫ থেকে ৪৫ বছর বয়সী নারীরা সাধারণত এ রোগে ভুগছেন। আক্রান্তের মধ্যে ১৫ থেকে ২০ বছর বয়সী কিশোরীর সংখ্যাই বেশি। দেশে শিশু ও মাতৃমৃত্যুর অন্যতম কারণ এ রোগ। এ ছাড়া ডায়াবেটিস, হেপাটাইটিস-বি, হেপাটাইটিস-সি, বন্ধ্যাত্ব, জরায়ু ক্যান্সারসহ দীর্ঘস্থায়ী অসংক্রামক রোগ বাড়াতে বড় ভূমিকা রাখে পিসিওএস। এ পরিস্থিতিতে পিসিওএস নির্মূলে ওজন নিয়ন্ত্রণ, খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তনসহ নিয়ন্ত্রিত জীবনযাপন জরুরি বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকরা।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার ভিত্তি তৈরি করে দিয়ে গিয়েছিলেন বলে আজ চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নতি হচ্ছে। ৩৯৭টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৪ হাজার কমিউনিটি ক্লিনিক তৈরী করেছেন। এখন বাংলাদেশে ৩১টি ওষুধ বিনামূল্যে রোগীদের মাঝে বিতরণ করছে বর্তমান সরকার। তার মধ্যে ডায়াবেটিসের ইনসুলিনও গ্রামের মানুষের মাঝে আওয়ামী সরকার বিতরণ করছে।

তিনি বলেন, পিসিওএস নারীর বহুমুখী রোগ সৃষ্টির অন্যতম কারণ। পিসিওএস নিয়ন্ত্রণে দৈহিক ওজন কমানোসহ নিয়ন্ত্রিত জীবনযাপন জরুরি। অনেকে অনেক ধরণের রোগে ভুগেন। সেটি কী রোগ সেটি জানেন না। কিছু উপসর্গ দেখে সুনির্দিষ্ট পরীক্ষার মাধ্যমে কোনটি পলিসিস্টিক, কোনটি হরমোন জনিত রোগ সেটি জানা যাবে। সে অনুযায়ী চিকিৎসা নিলে সুস্থ হওয়া যাবে। পলিসিস্টিক একটি হরমোন জনিত রোগ। এ রোগের ফলে নারীদের পিরিয়ডের অনিয়মতা, ইনফারলিটি ও বন্ধ্যাত্ব হয়ে থাকে। এটি বহুমাত্রিক রোগের সৃষ্টি করতে পারে। এ রোগটির হরমোন জনিত হলেও জীবনাচার পরিবর্তন করে সুস্থ থাকা যায়।

তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় চিকিৎসাসেবা ও গবেষণায় আন্তর্জাতিক মানের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। গবেষণায় ভাল করার অনুপ্রেরণা দেবার জন্য আমরা পুরস্কারের ঘোষণা দিয়েছি। ইতোমধ্যে আমরা পিএইচডি গবেষণার জন্য ২৬টি থিসিস পেয়েছি। আমাদের প্যানেল অব এক্সপার্টরা সেগুলো পরীক্ষা নিরীক্ষা করছেন। আশা করছি, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণার মান আরো অনেক বৃদ্ধি পাবে ।

সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. জাহিদ হোসেন, উপ উপাচার্য (একাডেমিক) অধ্যাপক ডা. একেএম মোশাররফ হোসেন, উপ উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. ছয়েফ উদ্দিন আহমদ ও কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ আতিকুর রহমান।

সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ এন্ড্রোক্রাইন সোসাইটির মহাসচিব সহযোগী অধ্যাপক ডা. শাহজাদা সেলিম ও বাংলাদেশ পিসিওএস টাস্কফোর্সের মহাসচিব সহকারী অধ্যাপক ডা. এবিএম কামরুল হাসান।

সেমিনারে প্যানেল অব এক্সপার্ট হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ এন্ড্রোক্রাইন সোসাইটির সভাপতি অধ্যাপক ডা. ফারুক পাঠান, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের এন্ড্রোক্রাইনোলজি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. মুহম্মদ আবুল হাসানাত, অধ্যাপক ডা. এস এম আশরাফুজ্জামান, অধ্যাপক ডা. মো.ফরিদ উদ্দিন, মা ও প্রসূতি বিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক ডা. রেজাউল করিম কাজল, রেডিওলজি বিভাগের অধ্যাপক ডা. মোছা. সাঈদা শওকত, ইউনাইটেট হাসপাতালের সিনিয়র কনসালটেন্ট অধ্যাপক ডা. হাফিজুর রহমান।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে
এমএসসি নার্সিং ১ম ব্যাচের শিক্ষার্থীদের নবীনবরণ অনুষ্ঠিত
যত্রতত্র নার্সিং প্রতিষ্ঠান খোলা ও নার্সিং পড়া সহজ করা যাবে না: বিএসএমএমইউ উপাচার্য

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বিএসএমএমইউ) বিএসসি ইন নার্সিং ১২তম ব্যাচ ও এমএসসি ইন নার্সিং ১ম ব্যাচের শিক্ষার্থীদের নবীনবরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার সকাল ১১ টায় (৩ সেপ্টেম্বর ২০২২খ্রিষ্টাব্দ) বিশ্ববিদ্যালয়ের এ ব্লক মিলনায়তনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের নার্সিং বিভাগ এ নবীন বরণ আয়োজন করে। এতে নার্সিং বিভাগের বিভিন্ন বর্ষের শিক্ষার্থীদের সংগীত, আবৃত্তি, মঞ্চনাটক ও নৃত্য পরিবেশনার মধ্য দিয়ে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেন, নবীনদের কাছে অনেক চাওয়া। নবীনরা লেখাপড়ার সাথে সাথে ভাল মানুষ হবে এটি প্রত্যাশা করি। কার মধ্যে কী প্রতিভা আছে তা আমরা জানি না। সে প্রতিভাকে উদ্ভাসিত করতে হবে। শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ার প্রতি আন্তরিক হতে হবে, সময়ানুবর্তিতা ও নিয়মানুবর্তিতা মেনে চলতে হবে। দিনের পড়া দিনেই পড়তে হবে। অন্যদের সাথে ভাল ব্যবহার করতে হবে।

তিনি বলেন, রোগীদেরকে নার্সরা যদি পরিবারের সদস্যভেবে সেবা দেন, তাদের একটু খোঁজ খবর নেন তবেই রোগীরা চিকিৎসা নিয়ে স্বস্তি পাবেন। তিনি আরো বলেন, দক্ষ নার্স তৈরি করতে ভাল প্রতিষ্ঠান দরকার। যত্রতত্র নার্সিং প্রতিষ্ঠান খোলা যাবে না। নার্সিং পড়া সহজ করা যাবে না। নার্সিং পড়াশোনা আর্ন্তজাতিক মানের হতে হবে। নার্সিং পড়াশোনা সহজ করলে রোগীরা উন্নত সেবা থেকে বঞ্চিত হবে।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (একাডেমিক) অধ্যাপক ডা. একেএম মোশাররফ হোসেন, প্রক্টর অধ্যাপক ডা. হাবিবুর রহমান দুলাল, রেজিস্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত) ডা. স্বপন কুমার তপাদার প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন নার্সিং ও মেডিক্যাল টেকনোলজি অনুষদের ডিন অধ্যাপক ডা. দেবব্রত বনিক।

বিএসএমএমইউয়ে শনিবারেও সেবা কার্যক্রম স্বাভাবিক ছিল
বিদ্যুৎ সাশ্রয়ে নিজ হাতে বৈদ্যুতিক বাতি বন্ধ করলেন বিএসএমএমইউ উপাচার্য

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বিএসএমএমইউ) অন্যান্য দিনের মত শনিবারেও সেবা কার্যক্রম স্বাভাবিক ছিল। শনিবার সকাল ৮ টায় (৩ সেপ্টেম্বর ২০২২খ্রিষ্টাব্দ) বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বর্হিবিভাগ-১ ও ২ পরিদর্শন করেন।

শনিবার বর্হিবিভাগ-১ থেকে ২৬০০ নতুন জন রোগী ও বর্হিবিভাগ-২ থেকে ১৬০০ জন নতুন রোগী সেবা নিয়েছেন। একই সঙ্গে পুরাতন রোগীরাও সেবা নিয়েছেন। এদিন রেডিওলজি বিভাগ থেকে সিটিস্ক্যান ৪০টি, ৩০টি, ১০০টি, এক্সরে হয়। সাধারণ বিভাগসহ সকল ডেন্টাল অনুষদ, অনুষদভুক্ত ভ্যাকসিন ফিভার অন্যান্য দিনের রোগীদের সেবা একই সঙ্গে ভর্তি স্বাভাবিক ছিল।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বর্হিবিভাগ-১ ও ২ এর প্রতিটি ফ্লোরের প্রতিটি কক্ষের প্রদানকৃত চিকিৎসাসেবা ব্যবস্থাপনা ও বিদ্যুৎ ব্যবস্থাপনা ঘুরে ঘুরে দেখেন। যেখানে বৈদ্যুতিক বাতি অপেক্ষাকৃত কম প্রয়োজনীয় সেখানে তিনি নিজ হাতে তা বন্ধ করে দেন এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে বিদ্যুত সাশ্রয়ে এসকল (কম প্রয়োজনীয়) ফ্যান, লাইট ও এসি বন্ধ রাখার জন্য কঠোর নির্দেশ প্রদান করেন। স্বল্প সংখ্যক বৈদ্যুতিক ফ্যান, লাইট ব্যবহার করে কাজ চালিয়ে যাবার জন্য নির্দেশ দেন।

বর্হিবিভাগ-১ ও ২ পরিদর্শনকালে উপাচার্য বিভিন্ন বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক ও সেবাগ্রহীতা রোগীদের সঙ্গে কথা বলেন। চিকিৎসকদের সঙ্গে কথা বলার সময় তিনি রোগীর ব্যবস্থাপত্রে ওষুধের জেরেরিক নাম স্পষ্ট অক্ষরে লেখার নির্দেশনাও দেন। পাশাপাশি রোগীর ব্যবস্থাপত্রে সেবা প্রদানকারী চিকিৎসকের স্বাক্ষর, পূর্ণাঙ্গ নাম, পদবী ও বিভাগের নাম সম্বলতি সিলদেবার নির্দেশনা প্রদান করেন।

বিএসএমএমইউয়ে বিশ্ব ব্লাড ক্যান্সার দিবস পালিত
লিউকেমিয়া রোগীর রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে: বিএসএমএমইউ উপাচার্য

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বিএসএমএমইউ) বিশ্ব লিউকেমিয়া (রক্তের ক্যান্সার বা ব্লাড ক্যান্সার) দিবস পালন করা হয়েছে। রোববার সকাল ১১টায় (৪ সেপ্টেম্বর ২০২২ খ্রি) বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ ডা. মিল্টন হলে দিবসটি উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের হেমাটোলজি বিভাগ একটি বৈজ্ঞানিক সেমিনার আয়োজন করে।

সেমিনারে উঠে আসে, সারা বিশ্বের মত ৪ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশেও উদযাপিত হয়েছে বিশ্ব লিউকেমিয়া দিবস। লিউকেমিয়া সম্পর্কে বিশ্বব্যাপী সচেতনতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই প্রতি বছর এ দিবসটি পালন করা হয়। গ্লোবোক্যান ২০২০ এর প্রক্ষেপণ অনুযায়ী ২০২০ সালে সারা পৃথিবীতে নতুন করে লিউকেমিয়ায় আক্রান্ত হয়েছেন প্রায় ৫ লাখ মানুষ এবং লিউকেমিয়ায় তিন লাখের বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে। একই পরিসংখ্যান অনুযায়ী বাংলাদেশে এক বছরে নতুন প্রায় ৩ হাজার মানুষের লিউকেমিয়া শনাক্ত হয় এবং দুই হাজারের বেশি মানুষের লিউকেমিয়ায় মৃত্যু হয়। লিউকেমিয়া আক্রান্ত রোগীরা মূলত রক্ত স্বল্পতা, দুর্বলতা, রক্তপাত, জ্বর এসব উপসর্গ নিয়ে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয়ে থাকেন।

সেমিনারে বলা হয়, লিউকেমিয়ার ধরণ অনুসারে চিকিৎসায় ভিন্ন হয়ে থাকে। লিউকেমিয়া একিউট ও ক্রনিক এই দুই ধরণের হয়ে থাকে এবং ধরণ ভেদে চিকিৎসায় ভিন্নতা হয়ে থাকে। রোগ নির্ণয়ের পরে রোগের ঝুঁকির পর্যায় বিবেচনা করে রোগের চিকিৎসা পরিকল্পনা করা হয়। সিবিসি, পিবিএফ ফ্লো সাইটোমেটি, বোন ম্যারো পরীক্ষার মাধ্যমে রোগ নির্ণয় করা হয় এবং সাইটোজেনেটিক ও মলিকুলার পরীক্ষার মাধ্যমে রোগীর ঝুঁকির স্তর সম্পর্কে ধারণা লাভ করা হয়। মুখে খাবার ঔষধ, কেমোথেরাপি, টার্গেটেড থেরাপি, ইমিউনোথেরাপি এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে রেডিয়েশন থেরাপির মাধ্যমে রোগের চিকিৎসা করা হয়। রোগ মনিটরিংয়ের মাধ্যমে ঔষধের কার্যকারিতা পর্যবেক্ষণ করা হয় এবং প্রয়োজনে ঔষধের ডোজ পরিবর্তন করা হতে পারে। ক্রনিক লিউকেমিয়া মিত্র চিকিৎসায় সিএলএল ও সিএমএল চিকিৎসায় টার্গেটেড থেরাপি বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনে দিয়েছে। এসব ঔষধের অধিকাংশই এখন আমাদের দেশে পাওয়া যায়। রোগ বৃদ্ধি পেলে প্রয়োজনে হেমাটোপয়েটিক সেল ট্রান্সপ্লান্টেশন বা বোন ম্যারো ট্রান্সপ্লান্টেশনের মাধ্যমে রোগের দীর্ঘমেয়াদি চিকিৎসা সম্ভব। উচ্চ ঝুঁকির একিউট লিউকেমিয়ার চিকিৎসায় হেমাটোপয়েটিক সেল ট্রান্সপ্লান্টেশনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ লিউকেমিয়া রোগীর রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা সম্পর্কে রোগী, রোগীর স্বজন ও স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারীদের মাঝে সচেতনতা তৈরির ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করেন।

অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেন, লিউকেমিয়া সকল রোগী যাতে সহজে জরুরী চিকিৎসাসেবা, প্রয়োজনীয় ঔষধ এবং চিকিৎসার অন্যান্য উপকরণ সুলভে পেতে পারেন এবং রোগ নির্ণয়ের ও ঝুঁকি নির্ণয়ের সর্বাধুনিক ও প্রয়োজনীয় সুবিধাদি সহজলভ্য এবং দেশে হেমাটোপরেটিক সেল ট্রান্সপ্লান্টেশন সার্ভিস আরো বিস্তৃত করার বিষয়ে সরকারী-বেসরকারী সকল পর্যায়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে হবে। লিউকেমিয়াসহ সকল ক্যান্সারের বিশ্ব মানের চিকিৎসাসেবা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে চালু করা হবে বলে উল্লেখ করেন তিনি।

বিএসএমএমইউয়ে ইউরোপিয়ান ডিপ্লোমা অ্যানেসথিওলজির পরীক্ষা অনুষ্ঠিত

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বিএসএমএমইউ) ইউরোপিয়ান ডিপ্লোমা অ্যানেসথিওলজি অ্যান্ড ইনটেনসিভ কেয়ারের পার্ট-১ (ইডিএআইসি) পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার দুপুর ১টায় (১০ সেপ্টেম্বর ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ) বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ ডা. মিল্টন হলে ইউরোপিয়ান সোসাইটি অব অ্যানেসথিওলজি এন্ড ইনটেনসিভ কেয়ার (ইসিএআইসি) এ পরীক্ষার আয়োজন করে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ পরীক্ষার কক্ষ পরির্দশনের ব্রিফিং অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ পরীক্ষা কেন্দ্র পরিদর্শন করেন এবং দিক নির্দেশনা প্রদান করেন।

এসময় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের নিউরোলজি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. আবু নাসার রিজভী, অ্যানেসথিয়া বিভাগের অধ্যাপক ডা. একে এম আখতারুজ্জামান, অধ্যাপক ডা. এ কে কামরুল হুদা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

প্রসঙ্গত, ডিপ্লোমা অ্যানেসথিওলজি অ্যান্ড ইনটেনসিভ কেয়ার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ অ্যানেসথিওলজি ও ইনটেনসিভ কেয়ারের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা ইউরোপিয় ইউনিয়নভুক্ত যেকোন দেশে চিকিৎসা সেবা প্রদানের অনুমিত পাবেন। এবারে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত পরীক্ষা বাংলাদেশের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ছাড়াও ভারত ও নেপালের বিশেষজ্ঞরা অংশগ্রহণ করেন। এবার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় ৯২জন চিকিৎসক অংশগ্রহণ করেন। পরীক্ষাটি দুটি বিষয়ে নেয়া হচ্ছে।

প্রতি বছর সেপ্টেম্বর মাসে সারা বিশ্বে একই সময়ে ইউরোপিয়ান ডিপ্লোমা অ্যানেসথিওলজি অ্যান্ড ইনটেনসিভ কেয়ার পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এ পরীক্ষা দুটি পার্ট রয়েছে। প্রথম পার্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণরা পরের পার্টে অংশ নিতে পারবেন।

বিএসএমএমইউ উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদের

রয়্যাল কলেজ অব ফিজিশিয়ান্স ও সার্জন্স অফ গ্লাসগো থেকে এফ.আর.সি.এস ডিগ্রীর সনদপত্র গ্রহণ

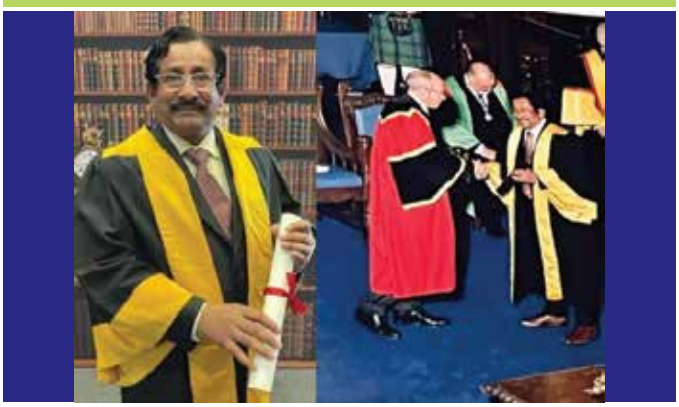

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বিএসএমএমইউ) মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ (Prof. Dr. Sharfuddin Ahmed) যুক্তরাজ্যের রয়্যাল কলেজ অব ফিজিশিয়ান্স ও সার্জন্স অফ গ্লাসগো থেকে এফ.আর.সি.এস ডিগ্রীর সনদপত্র গ্রহণ করেছেন। বাংলাদেশ সময় বুধবার রাতে (৭ সেপ্টেম্বর ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ) অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদকে যুক্তরাজ্যের রয়্যাল কলেজ অব ফিজিশিয়ান্স ও সার্জন্স অফ গ্লাসগো'র সমাবর্তন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এ সনদ পত্র প্রদান করে কর্তৃপক্ষ।

গত বছর ২৬ ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চক্ষু বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ রয়্যাল কলেজ অব ফিজিশিয়ান্স ও সার্জন্স অফ গ্লাসগো থেকে এফ.আর.সি.এস ডিগ্রী অর্জন করেন। অধ্যাপক ডা. মো: শারফুদ্দিন আহমেদ।

তাঁর চক্ষু রোগের চিকিৎসায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। পাশাপাশি অন্ধত্ব দূরীকরণ এবং চক্ষু রোগ প্রতিরোধে জনসচেতনতা সৃষ্টিতে তাঁর বিরাট ভূমিকা রয়েছে। চিকিৎসাসেবার পাশাপাশি তিনি একজন দক্ষ সংগঠক ও সুদক্ষ প্রশাসক।

চোখের রোগসমূহের চিকিৎসা, প্রতিরোধসহ কমিউনিটি অফথালমোলজিতে অসামান্য অবদান রাখা অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ গত ২৯ মার্চ ২০২১ইং তারিখে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তিনি বাংলাদেশ মেডিক্যাল এসোসিয়েশন (বিএমএ) এর মহাসচিব হিসেবে এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (প্রশাসন), প্রিভেনটিভ এন্ড সোস্যাল মেডিসিন অনুষদের ডিন, কমিউনিটি অফথালমোলজি বিভাগের চেয়ারম্যান হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি দীর্ঘদিন যাবৎ সিন্ডিকেট সদস্য ও একাডেমিক কাউন্সিলের দায়িত্বে ছিলেন। তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদ (স্বাচিপ) এর সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি বর্তমানে কেন্দ্রীয় স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদ এর ইসি সদস্য। তিনি অফথালমোলজীক্যাল সোসাইটি অব বাংলাদেশ এর পরপর তিনবার নির্বাচিত সভাপতি। চলতি বছর ১৩ এপ্রিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদকে সিনেট সদস্য মনোনিত করে।

অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ এর ১০০ টি'র মত বিএমডিসি স্বীকৃত জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক প্রকাশনা রয়েছে। বাংলায় চক্ষু বিষয়ক ৩টি ও ইংরেজীতে ২টি বই রয়েছে। তিনি গ্রামেগঞ্জে কমিউনিটি চক্ষু শিবিরে প্রায় ১ লক্ষ চোখের অপারেশন করেছেন। তিনি বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকার একজন স্বনামধন্য কলামিষ্ট। পাশাপাশি তিনি চক্ষু বিষয়ক বিভিন্ন টিভি ও রেডিও টকশোর আলোচনায় অংশগ্রহণ করে থাকেন। পেশাগত বিভিন্ন সংস্থার সাংগঠনিক ও একাডেমিক কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন। আন্তর্জাতিক সম্মাননার মধ্যে রয়েছে বিশিষ্ট পরিসেবা পুরস্কার (২৭তম এপিএও কংগ্রেসে উপস্থাপিত, বুশান ২০১২), অন্ধত্ব প্রতিরোধ সম্মাননা (এপিএও এশিয়া প্যাসিফিক একাডেমি অফ অফথালমোলজী ২০১৬), নেপালের পোখারেল ভেস্কটস্বামী পাড়া রাজাসাগরাম (পিভিপি), কমিউনিটি চক্ষুবিদ্যায় অসাধারণ কাজের জন্য পুরস্কার (এসএও) ২০১৮, স্বর্ণ পুরস্কার সিসিসি কলকাতা ২০১৯, এআইওসি অ্যাওয়ার্ড গুরুগ্রাম ২০২০ উল্লেখযোগ্য। ১৯৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধে বড় দুই ভাই মুক্তিযোদ্ধার সাথে তিনিও মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহন করেন।

আজ ১০ সেপ্টেম্বর ২০২২ইং তারিখে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ স্যারের কার্যালয়ে মাসিক নিউজ লেটার আগস্ট ২০২২ সংখ্যা তুলে দেন মিডিয়া সেলের প্রধান সমন্বয়ক সহযোগী অধ্যাপক ডা. এস এম ইয়ার ই মাহাবুব ও সমন্বয়ক সুব্রত বিশ্বাস।

ছবি: মোঃ সোহেল গাজী ও মোঃ আরিফ খান। ক্যাপশন: প্রশান্ত মজুমদার ও সুব্রত মন্ডল।

বিএসএমএমইউয়ে পেটে ব্যথা নিয়ে সেন্ট্রাল সেমিনার অনুষ্ঠিত

যে কোন ব্যথাই মৃত্যুর কারণ হতে পারে: বিএসএমএমইউ উপাচার্য

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বিএসএমএমইউ) পেটে ব্যথা নিয়ে সেন্ট্রাল সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। রবিবার সকাল সাড়ে নটায় (১১ সেপ্টেম্বর ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ) বিশ্ববিদ্যালয়ের এ ব্লক মিলনায়তনে এ সেমিনারের আয়োজন করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্ট্রাল সাব কমিটি।

সেমিনারে বলা হয়, পেটের রোগের অন্যতম হচ্ছে পেটে ব্যথা। প্রতিদিন এই পেটের ব্যথা নিয়ে আমাদের হাসপাতালে অসংখ্য রোগী চিকিৎসা নিতে আসেন। যার অধিকাংশ কারণ নির্ণয় করা গেলেও প্রায় ৩০ শতাংশ কারণ নির্ণয় করা যায় না। পেটে ব্যথার অন্যতম কারণগুলোর মধ্যে পেপটিক আলসার ডিজিজ, অগ্ন্যাশয়ের প্রদাহ, আইবিএস, পিত্তথলীর প্রদাহ, পিত্তথলী ও পিত্তনালীর ভিতর পাথর, লিভারের প্রদাহ (হেপাটাইটিস) ইত্যাদি। কিছু ক্ষেত্রে, পেটে ব্যথা আমাদের মৃত্যুর কারণ হতে পারে। যেমন পাকস্থলী, অগ্ন্যাশয়, কোলন, পিত্তথলীর ক্যান্সার। রোগীর ইতিহাস, শারীরিক ও ল্যাবরেটোরি পরীক্ষার মাধ্যমে আমরা সঠিক সময়ের ভিতর পেটে ব্যথার কারণ সম্পর্কে অবগত হতে পারি। কিছু ক্ষেত্রে বুকের ইসিজি, আল্ট্রাসনোগ্রাফি, সিটি স্ক্যান, এন্ডোসকপি, কোলনস্কপি পরীক্ষাগুলো করা বিশেষ প্রয়োজন হয়। শরীরের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গের উপসর্গ হিসেবে পেটে ব্যথার অন্যতম যা অনেকাংশেই অনির্ণীত থাকে, যেমন হার্টের রোগ। বয়স্ক রোগী, মহিলা ও অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিসের রোগীরা এ সমস্যায় বেশী ভোগেন। পেটে ব্যথা উপসর্গ নিয়ে অনেকে চিকিৎসকের কাছে আসেন। এসব উপসর্গের মধ্যে এপেন্ডিসাইটিস, পিত্তথলির পাথর, অন্ত্র ফুটো হয়ে যাওয়া, অন্ত্রে প্যাচ লেগে যাওয়া, নারীদের ক্ষেত্রে ডিম্বাশয়ের নালীতে প্যাচ লেগে যাওয়া অন্যতম। যদি কোন রোগীর পেটে ব্যথা সাধারণ ওষুধে না কমে এবং ৬ ঘন্টার বেশী সময় ধরে থাকে তাহলে দেরী না করে অবশ্যই চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে অথবা কোন হাসপাতালের জরুরি বিভাগে যোগাযোগ করতে হবে। সুতরাং পেটে ব্যথাকে অবহেলা আর নয়। পেটে ব্যথা হলে দ্রুত সময়ের মধ্যে নিকটস্থ চিকিৎসকের শরাণপন্ন হয়ে সঠিক চিকিৎসা করলে এই উপসর্গ থেকে দীর্ঘ মেয়াদী পরিত্রাণ পাওয়া যায়।

সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মো: শারফুদ্দিন আহমেদ বলেন, যে কোন ব্যথাই মৃত্যুর কারণ হতে পারে। সঠিকভাবে পরীক্ষা না করে রাতে পেটে ব্যথা হলে গ্যাসের ওষুধ খেয়ে শুয়ে থাকলে মৃত্যুও হতে পারে। ভোর রাতের ব্যথা মারাত্মক আকার ধারণ করে। মনে রাখতে হবে, ভোর রাতেই ব্যথার মৃত্যুর হার বেশী। তাই পেটে ব্যথাকে অবহেলা না করে নিকটস্থ চিকিৎসা কেন্দ্রে গিয়ে যথাযথ সেবা নিতে হবে। অনেক কারণেই পেটে ব্যথা হতে পারে। তাই পেটের ব্যথাকে গ্যাসের ব্যথাভেবে ওষুধ খাওয়া ঠিক না।

তিনি বলেন, আমরা খুব তাড়াতাড়ি ২৫ জন চিকিৎসককে পিএইচডি কোর্সে ইনরোলমেন্ট করতে যাচ্ছি। বিভাগের ফ্যাকাল্টির পাশাপাশি রেসিডেন্টদেরকে গবেষণায় আগ্রহী করতে আমাদের অনেক উদ্যোগ রয়েছে। তিনি বলেন, আগামী ১৪ সেপ্টেম্বর বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা আমাদের স্বপ্নের সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতাল উদ্বোধন করবেন। এ হাসাপাতাল চালু হলে স্বাস্থ্যখাতে আরেকটি নব দিগন্ত সূচনা হবে।

সেমিনারে কি-নোট স্পিকার হিসেবে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিশু গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি বিভাগের অধ্যাপক ডা. মো. রোকুনুজ্জামান, সার্জারি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডা. এস.এম. সাঈদ উল আলম, গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডা. ফজলুল করিম চৌধুরী।

সেমিনের তিনটি প্রবন্ধের উপর বিশেষ অতিথি হিসেবে আলোচনা করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মো. জাহিদ হোসেন, উপ-উপাচার্য (একাডেমিক) অধ্যাপক ডা. একেএম মোশাররফ হোসেন।

সেমিনারটিতে সভাপতিত্ব করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় সেন্ট্রাল সাব কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক ডা. বেলায়েত হোসেন সিদ্দিকী। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় সেন্ট্রাল সাব কমিটির সদস্য সচিব নিউরোলজি বিভাগের অধ্যাপক ডা. মো. শহীদুল্লাহ (সবুজ) ও রেসপাইরেটোরি মেডিসিন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডা. সম্প্রীতি ইসলাম।

বিএসএমএমইউয়ে বিশ্ব আত্মহত্যা প্রতিরোধ দিবস পালিত

আত্মহত্যার অন্যতম কারণ হলো ইগো, ডিপ্রেসন : বিএসএমএমইউ উপাচার্য

'কর্মের মাধ্যমে আশা তৈরি করো' স্লোগানকে সামনে রেখে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বিএসএমএমইউ) বিশ্ব আত্মহত্যা প্রতিরোধ দিবস-২০২২ পালিত হয়েছে। সোমবার দুপুর ১ টায় (১২ সেপ্টেম্বর ২০২২ খ্রিঃ) বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ ডা. মিলন হলে দিবসটি উপলক্ষে মনোরোগ বিদ্যা বিভাগের সুইসাইড ক্লিনিকের উদ্যোগে একটি বৈজ্ঞানিক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেন, আত্মহত্যা শব্দটি হলো ইনটেনশনালী নিজেকে মেরে ফেলা। আত্মহত্যার অন্যতম কারণ হলো ইগো। ইগো হলো নিজের মতামতের বাইরে অন্য মতামত অগ্রহণযোগ্য। তিনি বলেন, আত্মহত্যার অন্যতম আরেক কারণ হলো ডিপ্রেসন। ইদানিং ডিপ্রেসন বেড়ে গেছে। করোনায় অনেকের ডিপ্রেসনের কারণে ব্লাড প্রেসারও বেড়ে গেছে, ডায়াবেটিকস যাদের ছিল না তাদেরও ডায়াবেটিকস হয়েছে, চোখের পাওয়া বেড়ে গেছে। অনেকে চশমা পরত না তাদেরও চশমার প্রয়োজন হয়েছে।

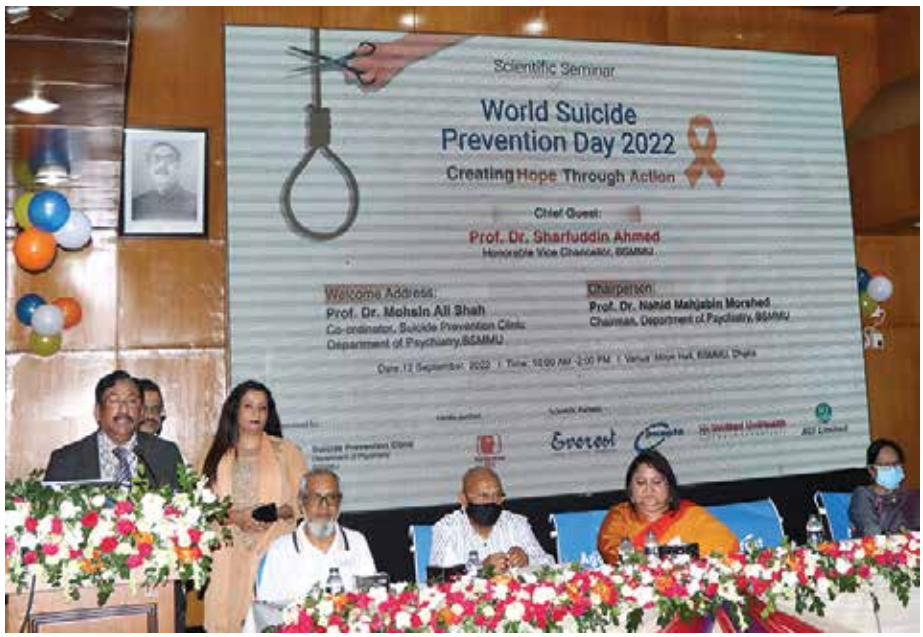

তিনি আরো বলেন, একাকিত্ব ব্যবহারের বৃদ্ধির কারণে অনেকে থাকার সময়ে সোস্যাল মিডিয়ায় হচ্ছে। ১৫ থেকে ৩০ বছর আত্মহত্যার দিকেও ধাবিত বেশী থাকে। এ সময়ে বয়সের মধ্যে মানুষের ইগো থাকে। বাবা মা অথবা আত্মহত্যার প্রবণতা বেশী মেয়েদেরকে সময় দিতে হবে। এ অভিভাবকদের এ বয়সের ছেলে যাচ্ছে কী করছে এসব বিষয়ে বয়সের ছেলে মেয়েরা কোথায় রাখতে হবে। এ বয়সী অভিভাবকদের খোঁজ খবর থাকে। এ আবেগের কারণে ছেলেমেয়েদের আবেগ বেশী দিকে ঝুঁকে পড়ে। প্রেম ভালবাসা ছেলে মেয়েরা প্রেম ভালবাসার আত্মহত্যার প্রবণতাও লক্ষ করা জনিত বিচ্ছেদের কারণে যায়।

উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেন, জেনেটিক কারণেও অনেকে আত্মহত্যা করে থাকে। পরিবারের মধ্যে কারো যদি এ ধরণের টেন্ডেসি থাকে তাদের এ সব বিষয়ে সচেতন হবে। তিনি মনোরোগ বিদ্যা বিভাগের শিক্ষক ও রেসিডেন্ট আত্মহত্যার কারণ, সম্প্রতি আত্মহত্যা বেড়ে যাবার কারণ ও প্রতিকার বের করার জন্য গবেষণায় মনোযোগ দেবার নির্দেশনাও প্রদান করেন।

গুরুত্বপূর্ণ ওই সেমিনারে বিশেষ অতিথি ছিলেন জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ডা. বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দার, এনডিডি ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারপার্সন অধ্যাপক ডা. গোলাম রাব্বানী, বাংলাদেশ এ্যাসোসিয়েশন অফ সাইকিয়াট্রিস্ট এর সভাপতি অধ্যাপক ডা. মোঃ ওয়াজিউল আলম চৌধুরী, এটিসিবি'র সভাপতি অধ্যাপক ডা. ঝুনু শামসুন নাহার। এছাড়াও সেমিনারে 'ম্যানেজমেন্ট অব সুইসাইড সারভাইভারস' এর উপর প্যানেলিস্ট হিসেবে বিশিষ্ট মনোশিক্ষাবিদ অধ্যাপক ডা. এম মুহিত কামাল আলোচনা করেন।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মনোরোগ বিদ্যা বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. নাহিদ মাহজাবিন মোরশেদ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোরোগ বিদ্যা বিভাগের সুইসাইড ক্লিনিকের প্রধান সমন্বয়ক অধ্যাপক ডা. মহসীন আলী শাহ। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সহকারী অধ্যাপক ডা. সিফাত-ই-সাইদ।

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন মনোরোগ বিদ্যা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডা. ফাতেমা জহুরা ও অনুষ্ঠানটির সমন্বয় করেন সহকারী অধ্যাপক ডা. এসএম আতিকুর রহমান।

আজ ১১ সেপ্টেম্বর ২০২২ খ্রিষ্টাব্দে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের এ ব্লকের অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত বিএসসি ইন নার্সিং এর ১১তম ব্যাচের শিক্ষার্থীদের ক্যাপিং সেরিমনি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মো: শারফুদ্দিন আহমেদ স্যার।

সম্পাদনা: সহযোগী অধ্যাপক ডা. এস এম ইয়ার ই মাহাবুব ও সুব্রত বিশ্বাস। ছবি: মোঃ সোহেল গাজী। ক্যাপশন: প্রশান্ত মজুমদার ও সুব্রত মন্ডল।

সোমবার (১২ সেপ্টেম্বর) দুপুরে আড়াইটার দিকে ঢাকার কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদ, জাতীয় সংসদ উপনেতা ও আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য সৈয়দা সাজেদা চৌধুরীর মরদেহে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ।

এসময় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (একাডেমিক) অধ্যাপক ডা. একেএম মোশাররফ হোসেন, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা.মোহাম্মদ আতিকুর রহমান, উপ রেজিস্ট্রার সহকারী অধ্যাপক ডা. হেলাল উদ্দীন, অতিরিক্ত পরিচালক (হাসপাতাল) ডা. পবিত্র কুন্ডু।

সম্পাদনা: সহযোগী অধ্যাপক ডা. এস এম ইয়ার ই মাহাবুব ও সুব্রত বিশ্বাস। ছবি: আরিফ খান। নিউজ: প্রশান্ত মজুমদার ও সুব্রত মন্ডল।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সফর সঙ্গী হলেন
বিএসএমএমইউ উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বিএসএমএমইউ) সম্মানিত উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গী হয়ে যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রে গেছেন। বৃহস্পতিবার সকাল ১০টা ৪০ মিনিটে (১৫ সেপ্টেম্বর ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ) বিমান বাংলাদেশের ভিভিআইপি ফ্লাইটে প্রধানমন্ত্রী ও তার সফরসঙ্গীরা হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ত্যাগ করেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তাঁর সফর সঙ্গীরা রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথের শেষকৃত্য এবং জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৭তম অধিবেশনে যোগ দেবেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ২৪ শিক্ষক, শিক্ষার্থীকে পিএইচডি থিসিস এর জন্য নির্বাচিত

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচডি প্রোগ্রামের আওতায় ২৪ জন শিক্ষক, শিক্ষার্থীকে থিসিস করার জন্য নির্বাচিত করা হয়েছে। মেডিসিন অনুষদ, সার্জারি অনুষদ ও প্রিভেনটিভ এন্ড সোশাল মেডিসিন অনুষদভুক্ত বিভিন্ন বিষয়ে পিএইচডি থিসিস করার বিষয়টি আজ মঙ্গলবার ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখ সকালে শহীদ ডা. মিল্টন হলে একাডেমিক কাউন্সিলের এক গুরুত্বপূর্ণ সভায় অনুমোদন দেয়া হয়েছে। এর আগে গত ১ সেপ্টেম্বর ২০২২ইং তারিখে 'বোর্ড অব এডভান্স স্টাডিজ' এর সভায় পিএইচডি থিসিস করার জন্য প্রার্থী ও থিসিসের বিষয়, ইনভেসটিগেটর, গাইড যাচাই, বাছাই করা হয় এবং আজকের একাডেমিক কাউন্সিলের সভায় এ বিষয়ে চূড়ান্ত অনুমোদন দেয়া হয়।

গুরুত্বপূর্ণ ওই সভায় সভাপতিত্ব করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ। এসময় সম্মানিত উপ-উপাচার্য (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মোঃ জাহিদ হোসেন, উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ডা. একেএম মোশাররফ হোসেন, উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. ছয়েফ উদ্দিন আহমদ, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ আতিকুর রহমান প্রমুখসহ সম্মানিত ডিনবৃন্দ, বিভাগীয় চেয়ারম্যানবৃন্দ, শিক্ষক, শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।

সভাপতির বক্তব্যে মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রমকে আরো এগিয়ে নিতে এই পিএইচডি থিসিস প্রোগ্রাম গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

পিএইচডি থিসিস করার জন্য যারা নির্বাচিত হয়েছেন তারা হলেন- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্জারি অনুষদের অর্থোপেডিক সার্জারি বিভাগের অধ্যাপক ডা. কৃষ্ণ প্রিয় দাশ, রিসার্চ এসিসট্যান্ট ডা. কে এম রফিকুল ইসলাম, গাইকোলজিক্যাল অনকোলজি বিভাগের অধ্যাপক ডা. জান্নাতুল ফেরদৌস, অধ্যাপক শিরিন আক্তার বেগম, কমিউনিটি অফথালমোলজি বিভাগের শিক্ষার্থী ডা. নাহিদ সুলতানা, নিউরো সার্জারি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডা. মোঃ রকিবুল ইসলাম, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ অফথালমোলজি এর অফথালমোলজি বিভাগের মেডিক্যাল অফিসার ডা. এবিএম ইয়াসিন উল্লাহ, ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের নিউরো সার্জারি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডা. মোঃ রফিকুল ইসলাম, ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের সহকারী অধ্যাপক ডা. কোহিনুর আহমেদ এবং ডা. লাকি ঘোষ।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিসিন অনুষদের ট্রান্সফিউশন মেডিসিন বিভাগের মেডিক্যাল অফিসার ডা. ফাতেমা ইয়াসমিন, ফিজিক্যাল মেডিসিন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডা. মসিউর রহমান খসরু, ফিজিক্যাল মেডিসিন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডা. ফারজানা খান সোমা, কার্ডিওলজি বিভাগের ডা. কাজী রাহিলা ফেরদৌসী, মেডিক্যাল অফিসার ডা. দীন-ই-মোজাহিদ মোহাম্মদ ফারুক উসমানি, ইন্টারনাল মেডিসিন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ তানভীর ইসলাম, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ নিউরোসাইন্স এর সহকারী অধ্যাপক ডা. মাশফিকুল হাসান, কুর্মিটোল জেনারেল হাসপাতালের এন্ডোক্রাইনোলজি বিভাগের এইমও ডা. শাহেদ মোরশেদ এবং এন্ডোক্রাইনোলজি বিভাগের শিক্ষার্থী ডা. তানিয়া তোফায়েল।

প্রিভেনটিভ এন্ড সোশাল মেডিসিন অনুষদের আওতায় মার্কস মেডিক্যাল কলেজের সহকারী অধ্যাপক ডা. নাভিরা আফতাবি বিনতে ইসলাম, নিপসমের সহকারী অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ রাশেদুল আলম, ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন রিসার্চ ইনস্টিটিউটের সহকারী অধ্যাপক ডা. মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন, ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের লেকচারার ফারজানা নুসরাত এবং ঢাকা ডেন্টাল কলেজের সহকারী অধ্যাপক ডা. ফারজানা সুলতানা।

জাতিসংঘ ' বিজ্ঞান বিষয়ক সামিটে' যোগদান করবে বিএসএমএমইউ'র বিশেষজ্ঞ প্যানেল

জাতিসংঘের 'বিজ্ঞান বিষয়ক সামিটে যোগদান করবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বিএসএমএমইউ) বিশেষজ্ঞ প্যানেল। ৭৭তম জাতিসংঘ সাধারণ অধিবেশন চলাকালীন সময়ে জাতিসংঘ 'বিজ্ঞান বিষয়ক সামিট' -এ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষজ্ঞ প্যানেলের নেতৃত্ব দেবেন মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ।

১৩ সেপ্টেম্বর থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর অবধি চলমান এই বিজ্ঞান বিষয়ক সামিটে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্যবৃন্দ আগামী ২৭ সেপ্টেম্বর নির্ধারিত আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করবেন। যুক্তরাষ্ট্রের স্থানীয় সময় দুপুর ২টায় শুরু হয়ে আলোচনা সভাটি শেষ হবে বিকাল ৫ টা ৩০ মিনিটে। উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ ছাড়াও এ সভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষজ্ঞ সদস্য হিসেবে অংশ নেবেন ফার্মাকোলজি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. সায়েদুর রহমান ও এনাটমি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. লায়লা আনজুমান বানু।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বায়ো ব্যাংকিং ইন লো মিডল ইনকাম কান্ট্রিস: বাংলাদেশ- এ কেস স্টাডি ফর পাবলিক হেলথ ইমপারাটিভ (BIOBANKING IN LOW-MIDDLE INCOME COUNTRIES: BANGLADESH -A CASE STUDY FOR PUBLIC HEALTH IMPERATIVE) শীর্ষক এ বৈজ্ঞানিক সেমিনারে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে সমাদৃত বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ অংশগ্রহণ করবেন।

গত ১৫ সেপ্টেম্বর, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ; গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সফর সঙ্গী হয়ে রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথের শেষকৃত্য অনুষ্ঠানে যোগদান শেষে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৭তম অধিবেশনে যোগ দিতে বর্তমানে নিউইয়র্কে অবস্থান করছেন।

বিএসএমএমইউয়ে বিশ্ব হার্ট দিবস পালিত

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বিএসএমএমইউ) হার্ট দিবস -২০২২ পালিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকাল ৯ টায় (২৯ সেপ্টেম্বর ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ) দিবসটি উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা ও সংক্ষিপ্ত একটি সেমিনারের আয়োজন করে শিশু হৃদরোগ বিভাগ।

শোভাযাত্রাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-ব্লক থেকে শুরু হয়ে বটতলা প্রদক্ষিণ করে টিএসএসসি হয়ে ডি-ব্লকের সামনে গিয়ে শেষ হয়। সেমিনারটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিশু হৃদরোগ বিভাগের শ্রেণিকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়।

সেমিনারের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মোঃ জাহিদ হোসেন।

এসময় শিশু হৃদরোগ বিভাগের অধ্যাপক ডা. তারিকুল ইসলাম, সহযোগী অধ্যাপক ডা. তাহমিনা করিম, সহযোগী অধ্যাপক ডা.সাখাওয়াত আলম সহকারী অধ্যাপক ডা. চৈতী বড়ুয়া, শিশু কার্ডিয়াক সার্জারি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডা. আতাউল্লা বিপ্লব, ডা. আলাউদ্দিন আলী, কার্ডিয়াক এ্যানেসথেসিয়া বিভাগের কনসালটেন্ট ডা. নুরুজ্জামানসহ কার্ডিয়াক ক্যাথল্যাব, ইকোল্যাব, কার্ডিয়াক আইসিইউ ও কার্ডিওলজি বিভাগের নার্সসহ অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন।

বিএসএমএমইউয়ে বিশ্ব রেটিনা দিবস পালিত

'রেটিনা সম্বন্ধে জানুন, দৃষ্টি সুরক্ষিত রাখুন' প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে দেশে প্রথমবারের মত বিশ্ব রেটিনা দিবস পালিত হয়েছে। রবিবার সকাল ৮ টায় (২৫ সেপ্টেম্বর ২০২২খ্রিষ্টাব্দ) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে দিবসটি উপলক্ষে বাংলাদেশ ভিট্রিও রেটিনা সোসাইটি একটি শোভাযাত্রা, একটি সেমিনার ও রেটিনা নিয়ে উন্মুক্ত আলোচনা আয়োজন করে।

শোভাযাত্রাটি বি-ব্লক থেকে শুরু হয়ে গোলচত্বর, বট তলা প্রদক্ষিণ করে শেষ হয়। শোভাযাত্রা শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ ডা. মিল্টন হলে উন্মুক্ত আলোচনা ও একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

সেমিনারে বলা হয়, চোখের ভেতরের খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংশ রেটিনা। বিভিন্ন রকম শারীরিক ও চোখের সমস্যায় রেটিনা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফলে একজন ব্যক্তি আজীবনের জন্য অন্ধ হয়ে যেতে পারে। আমাদের দেশে রেটিনার সমস্যা বেড়েই চলেছে। কিন্তু এ নিয়ে মানুষের সচেতনতা কম। নানা রকম শারীরিক রোগ ও চোখের সমস্যায় রেটিনা আক্রান্ত হয়। ফলে একজন ব্যক্তি একেবারেই অন্ধ হয়ে যেতে পারে। ডায়াবেটিস আমাদের দেশে এখন মহামারি রূপে আর্বিভূত হয়েছে। ডায়াবেটিস চোখের সব অংশেরই তুলনায় রেটিনায় বেশী ক্ষতি করে। এক সমীক্ষায় দেখা যায় অন্ধত্বের সামগ্রিক কারণের মধ্যে ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথীর জন্য অন্ধত্ব বরণ করে শতকরা ১২ দশমিক ৫ ভাগ। ডায়াবেটিস পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে থাকলেও দীর্ঘদিনের ডায়াবেটিস আক্রান্ত রোগী এই একই সমস্যায় ভুগতে পারেন। এক সমীক্ষায় দেখা যায়, ১৫ বৎসর বা আরও অধিককাল ধরে যারা ডায়াবেটিসে ভুগছেন, তাদের ভেতরে প্রায় ২ শতাংশ মানুষ অন্ধ হয়ে যায়। আরও ১০ শতাংশের দৃষ্টিশক্তির গুরুতর অবনতি ঘটে। ডায়াবেটিস যাদের আছে তাদের উচ্চ রক্তচাপ থাকা খুবই স্বাভাবিক। এই রোগে চোখের রেটিনার নানা সমস্যা হতে পারে। সঠিক চিকিৎসা না হলে এখান থেকেও অন্ধত্ব হতে পারে। রেটিনোপ্যাথী অব প্রিম্যাচিউরিটি বা অপরিণত শিশুর রেটিনার রোগ। এটি নতুন সমস্যা আমাদের দেশে। বর্তমানে আমাদের দেশে অপরিণত শিশুদের যত্ন নেওয়ার বিশেষ ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটের সক্ষমতা বেড়েছে। বাংলাদেশে প্রতি বছর প্রায় ৩০ লাখ শিশু জন্মগ্রহণ করে। এদের মধ্যে প্রায় ৪ লাখ অপরিণত। অপরিণত শিশুর রেটিনা স্বাভাবিকভাবেই অপরিণত থাকে। শতকরা ৭০ ভাগ ক্ষেত্রে সেই রেটিনা ধীরে ধীরে পরিপূর্ণতা পায়। ৩০ ভাগ ক্ষেত্রে দেখা দেয় নানা সমস্যা। শতকরা এই ৩০ ভাগ শিশুকে খুঁজে বের করতে দরকার চক্ষু বিশেষজ্ঞ দ্বারা পরীক্ষা (স্ক্রিনিং)। এই রোগের চিকিৎসা আছে। লেজার করা হয়, চোখের ভেতর ইনজেকশনও দেওয়া হয়। সঠিক সময়ে যদি এই রোগ ধরা যায়, তাহলে শিশুর দৃষ্টি রক্ষা করা সম্ভব। রেটিনায় রোগ প্রতিরোধ করার জন্য ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হয়ে থাকলে বছরে একবার রেটিনা পরীক্ষা করাতে হবে। উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতেই হবে, একই সঙ্গে বছরে একবার রেটিনা পরীক্ষা করাতে হবে। বয়স ৬০ এর ওপরে হলে বছরে একবার ম্যাকুলা বিষয়ে পরীক্ষা করাতে হবে। অপরিণত শিশু জন্মগ্রহণ করলে অবশ্যই সঠিক সময়ে চোখ পরীক্ষা করাতে হবে।

অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ভিট্রিও-রেটিনা সোসাইটির মহাসচিব সহযোগী অধ্যাপক ডা. তারিক রেজা আলী।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (শিক্ষা ও গবেষণা) অধ্যাপক মোঃ জাহিদ হোসেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এশিয়া প্যাসিফিক একাডেমি অফ অফথালমোলজির সভাপতি (ইলেক্ট) অধ্যাপক আভা হোসেন এবং বাংলাদেশ চক্ষু চিকিৎসক সমিতির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি অধ্যাপক আশরাফ সাঈদ।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ ভিট্রিও -রেটিনা সোসাইটির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ডা. জিয়াউল আহসান।

সংগঠনের সহ-সভাপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের চক্ষু বিভাগের অধ্যাপক ডা. নুজহাত চৌধুরীর সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ ইউভিয়া সোসাইটির সভাপতি অধ্যাপক ডা. মোঃ শফিকুল ইসলাম, গ্লুকোমা সোসাইটির সভাপতি অধ্যাপক হাসান শহীদ সোহরাওয়ার্দী, বাংলাদেশ সোসাইটি অফ ক্যাটারেক্ট এন্ড রিফ্রাকটিভ সার্জনস-এর সভাপতি অধ্যাপক ডা. জাফর খালেদ এবং বাংলাদেশ একাডেমি অফ অফথালমোলজির অনারারী সেক্রেটারী অধ্যাপক ডা. মোঃ শওকত কবীর।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে নানা আয়োজনের মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ৭৬তম জন্মদিন উদযাপিত

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে নানা আয়োজনের মাধ্যমে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জ্যেষ্ঠ কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ৭৬তম জন্মদিন উদযাপিত হয়েছে। বুধবার সকাল ১০ টায় (২৮ সেপ্টেম্বর ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর শুভ জন্মদিন উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের বি ব্লকের বঙ্গবন্ধুর ম্যুরালে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন ও শহীদ ডা. মিলন হলে কেক কাটার মাধ্যমে এ কর্মসূচি পালন করা হয়।

এসব কর্মসূচি থেকে দেশের অগ্রগতি, উন্নয়ন ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুস্বাস্থ্য, শতায়ু কামনা করা হয়। কর্মসূচিতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (গবেষণা ও উন্নয়ন) অধ্যাপক ডা. মোঃ জাহিদ হোসেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ডা. একেএম মোশাররফ হোসেন, উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. ছয়েফ উদ্দিন আহমদ, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ আতিকুর রহমান, সার্জারি অনুষদের ডিন অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ হোসেন, শিশু অনুষদের ডিন অধ্যাপক ডা. শাহিন আকতার, বেসিক সাইন্স অনুষদের ডিন অধ্যাপক ডা. শিরিন তরফদার, ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার ডা. স্বপন কুমার তপাদার, প্রক্টর অধ্যাপক ডা. মোঃ হাবিবুর রহমান দুলাল, ইউরোলজি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. এ কে এম খুরশিদুল আলম, সিন্ডিকেট মেম্বার অধ্যাপক ডা. এএইচএম জহুরুল হক সাচ্চু, ল্যাবরেটরি মেডিসিন বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. দেবতোষ পাল, অনকোলজি বিভাগের অধ্যাপক ডা. নাজির উদ্দিন মোল্লাহ, সহকারী প্রক্টর সহযোগী অধ্যাপক ডা. ফারুক হোসেন, কার্ডিওলজি বিভাগরে সহযোগী অধ্যাপক ডা. এস এম ইয়ার-ই-মাহাবুব, অতিরিক্ত পরিচালক (হাসপাতাল) ডা. পবিত্র কুমার দেবনাথ, অতিরিক্ত পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক জনাব মোঃ আব্দুল হাকিম, উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক জনাব দেবাশীষ বৈরাগীসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত শিক্ষক, চিকিৎসক, কর্মকর্তা, নার্স, কর্মচারীরা অংশগ্রহণ করেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি কোর্সের প্রথম ব্যাচের ক্লাস শুরু ইনটেকচুয়াল প্লেজার, জয়েন্ট সুপারভিশন ও কোলাবরেশন, মডিফিকেশন এর উপর গুরুত্বারোপ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি কোর্সের প্রথম ক্লাস আজ রবিবার ২ সেপ্টেম্বর ২০২২ইং তারিখ দুপুর ২টায় এ ব্লকের চতুর্থ তলায় ক্লাস রুমে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে পিএইচডি কোর্সের প্রথম ব্যাচের ২৪ জন চিকিৎসক অংশ নেন। এতে পিএইচডি প্রোগ্রামের এক্সটার্নাল ফেসিলেটর হিসেবে ইন্ট্রোডাকটরি ক্লাস নেন বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অফ হেলথ সাইন্সেস এর সাবেক ভাইস-চ্যান্সেলর অধ্যাপক ডা. লিয়াকত আলী।

এসময় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত উপ-উপাচার্য (একাডেমিক) অধ্যাপক ডা. একেএম মোশাররফ হোসেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রান্সফিউশন মেডিসিন বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. মোঃ আসাদুল ইসলাম, ইন্টারনাল মেডিসিন বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. সোহেল মাহমুদ আরাফাত, পাবলিক হেলথ এন্ড ইনফরমেটিক্স বিভাগের অধ্যাপক ডা. আতিকুল হক প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (একাডেমিক) অধ্যাপক ডা. একেএম মোশাররফ হোসেন বলেন, এই পিএইচডি প্রোগ্রামকে এগিয়ে নিতে যত ধরণের মডিফিকেশন করা সম্ভব তা করার চেষ্টা করা হবে। বিভিন্ন ধরণের ফেলোশিপ চালু করা এবং গুণগত মানের বিবেচনা করে গ্রান্ট প্রদান করা হবে। এছাড়া পিএইচডি প্রোগ্রামে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের মাসিক ভাতা প্রদান করা যায় কিনা সে বিষয়টি বিবেচনায় রয়েছে।

বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অফ হেলথ সাইন্সেস এর সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক ডা. লিয়াকত বলেন, চিকিৎসা বিজ্ঞানে বিভিন্ন বিষয়ে পিএইচডি করার বিরাট সুযোগ রয়েছে। একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য জ্ঞান তৈরি, জ্ঞান বিতরণ ও জ্ঞান সংরক্ষণে পিএইচডি গ্রোগ্রাম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পিএইচডি গ্রোগ্রামকে সফল করতে ইনটেকচুয়াল প্লেজার মাইন্ড ধারণ করা, জয়েন্ট সুপারভিশন ও কোলাবরেশন এবং বাজেটের বিভিন্ন উৎস খুঁজে বের করা ও তা নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি।

নিউইয়র্কে গোপালগঞ্জের কৃতি সন্তানদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত

যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে গোপালগঞ্জের কৃতি সন্তানদের সংবর্ধনা আয়োজিত হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের স্থানীয় সময় রবিবার দুপুর দের টায় (২৫ সেপ্টেম্বর ২০২২) নিউইয়র্ক জ্যাকসন হাইটসের মুনু লাইট রেস্টুরেন্টে গোপালগঞ্জ ডিস্ট্রিক্ট এসোসিয়েশন অব আমেরিকা (ইনক) এ সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের শুরুতে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু পরিবারের শহীদ সদস্যদের শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের সাংগঠনিক সম্পাদক জিহাদুর রহমান জিহাদ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেন, গত দুই আড়াই বছর আমরা ঘরবন্দী মোকাবিলায় বঙ্গবন্ধু হাসিনার দিক ভাইরাস ব্যবস্থাপনায় ও সারা বিশ্বে ৫ম বাংলাদেশ। করোনা রাত পরিশ্রম বাংলাদেশের ২০০ জন চিকিৎসক

অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ২৯তম জাতিসংঘের অধিবেশনে বাংলায় ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন। তাঁর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠার বিশ্ব মঞ্চে ভাষণ প্রদান করেন। জননেত্রী শেখ হাসিনার ভাষণে কী ছিল না! ৭৭তম অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঐতিহাসিক ভাষণে সব ছিল। ছিল রোহিঙ্গা সংকট সমাধানের কথাও। এছাড়াও তিনি এই সফরে বিভিন্ন ফোরামে রোহিঙ্গা সংকট নিরসনের তাগিদ দেন।

তিনি বলেন, করোনায় বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ভাল থাকার কারণ ছিল বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার সাহসী কিছু সিদ্ধান্ত। সব বন্ধ করলেও গার্মেন্টস খাতকে তিনি সচল রাখার জন্য সব ধরণের ব্যবস্থা করেছেন। যার ফলে করোনায় বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা তুলনামূলক ভাল ছিল।

তিনি আরও বলেন, করোনার সময় ফার্মাসিউটিক্যাল শিল্পেও আমরা ভাল করেছি। রেমডেসিভির মত ওষুধও বাংলাদেশে উৎপাদন করা হয়েছে। বর্তমানে ১৫১টি দেশে ওষুধ রপ্তানি করা হচ্ছে।

উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ বলেন, জননেত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন আমি কোন রিফিজিউ চাই না। বঙ্গবন্ধু সপরিবারে হত্যার ঘটনার মত মানসিক পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যেন আর কাউকেও যেতে না হয় সেটিও ভাষণে উল্লেখ করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী। রাশিয়া ইউক্রেনের যুদ্ধ বন্ধ করে বিশ্বে শান্তি কামনা করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এই ২৬ মিনিটের ভাষণে।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন গোপালগঞ্জ ডিস্ট্রিক্ট এসোসিয়েশন অব আমেরিকা'র (ইনক) সভাপতি মোল্ল্যা এমএ মাসুদ ও সঞ্চালনা করবেন মোস্তাফিজুর রহমান। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বীর মুক্তিযোদ্ধা প্রদীপ কর, বীর মুক্তিযোদ্ধা গোলাম মেরাজ খান, গাজী লিটু, ইঞ্জিনিয়ার হাসান প্রমুখ।

জাতিসংঘে বিএসএমএমইউ আয়োজিত ইভেন্ট ‘চিকিৎসা গবেষণায় নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে বায়োব্যাংক’

জাতিসংঘে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মো. শারফুদ্দিন আহমেদকে বিভিন্ন বিষয়ে দিক নির্দেশনা প্রদান করছেন।

‘একটি আন্তর্জাতিক মানের বায়োব্যাংক বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটি ধারণ করারও সামর্থ্য রয়েছে বাংলাদেশের যা চিকিৎসা গবেষণায় নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে।’ আজ ‘নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশে বায়োব্যাংকিং, বাংলাদেশে জনস্বাস্থ্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ একটি কেস স্ট্যাডি’ শীর্ষক এক সাইড ইভেন্টে এ সকল কথা বলেন আলোচকগণ। বাংলাদেশে বায়োব্যাংক প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব তুলে ধরে চলমান জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৭তম অধিবেশনের আওতায় এই বৈজ্ঞানিক সাইড-ইভেন্টের আয়োজন করে বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ স্বাস্থ্যশিক্ষা প্রতিষ্ঠান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় (বিএসএমএমইউ)।

জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনের বঙ্গবন্ধু মিলনায়তনে আয়োজিত এই ইভেন্টে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বায়োব্যাংক বিশেষজ্ঞসহ বিপুলসংখ্যক আন্তর্জাতিক ব্যক্তি অংশগ্রহণ করেন। এটি ছিল একটি হাইব্রিড ইভেন্ট যেখানে সরাসরি ও ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মে অংশগ্রহণকারীগণ যোগ দেন।

একটি আন্তর্জাতিক মানের বায়োব্যাংক নির্মাণের পাশাপাশি, বক্তাগণ গবেষণার ক্ষমতা তৈরির গুরুত্বের ওপরও জোর দেন যাতে স্থানীয় গবেষণাকে বাস্তবে কাজে লাগানোর জন্য গবেষকগণ বায়োব্যাংককে যথাযথভাবে ব্যবহার করতে পারেন। এই উদ্যোগটি উন্নয়নশীল দেশগুলোতে একাডেমিক-বৈজ্ঞানিক গবেষণাকে শক্তিশালী করতে ভূমিকা রাখবে, যা জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) এর আওতায় বৈশ্বিক পর্যায়ে অন্তর্ভুক্তিমূলক বিজ্ঞান নিশ্চিত করার একটি উদাহরণ।

চিকিৎসাবিজ্ঞানীদের মতে, টিউমারের মধ্যকার সেলুলার ও আণবিক ভিন্নতা, বিভিন্ন হোস্ট ইমিউন প্রতিক্রিয়া, খাদ্য, পরিবেশগত প্রভাব, জীবনধারা এবং রোগী জনমিতিসহ বিভিন্ন কারণ ক্যান্সারের ওষুধ বা বায়োমার্কারের কার্যকারিতাকে প্রভাবিত করে। সুতরাং ক্যান্সারের মতো রোগের ক্ষেত্রে সকলের জন্য একই পদ্ধতি বা সকলকে একই পাল্লায় বিবেচনা করার ধারণাটি আজ অপ্রচলিত। পৃথকভাবে ক্যান্সার-যত্নের নীতিগুলো প্রয়োগ করে কার্যকর ওষুধ/বায়োমার্কারসমূহ তৈরির কৌশল ডিজাইন করা অত্যন্ত প্রয়োজন। এটি সবার জানা যে ড্রাগ/বায়োমার্কার টেস্টিং এবং ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল তালিকাভুক্তিতে জাতিগত ভিন্নতা বিদ্যমান, কারণ বেশির ভাগ অনুমোদিত ক্যান্সারের ওষুধ/বায়োমার্কার বাস্তবতার কারণেই ককেশীয় জনগোষ্ঠীর ওপর পরীক্ষা করা হয়েছে।

ক্লিনিক্যাল ডাটাসহ নির্ভরযোগ্য/বিশ্বস্ত বায়োম্যাটেরিয়ালের অভাব একটি বড় কারণ যার ফলে অনেক এশিয়ান দেশগুলো বায়োমার্কার স্টাডিতে কম প্রতিনিধিত্ব করছে। সুতরাং বাংলাদেশে অনুবাদমূলক গবেষণা বিকাশের জন্য একটি বিশ্বমানের বায়োব্যাংক তৈরি করা গুরুত্বপূর্ণ। বিএসএমএমইউর প্রতিনিধিগণ বায়োব্যাংকের মতো বিষয়গুলো ধারণ করার জন্য তাদের সক্ষমতার কথা তুলে ধরেন। কিভাবে এই সুবিধা স্থানীয় অনুবাদমূলক গবেষণাকে ত্বরান্বিত করতে সহায়তা করবে তাও তুলে ধরেন তারা। বায়োব্যাংক বিশেষজ্ঞদের মধ্যে অস্ট্রিয়ার গ্রাজ মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কার্ট জাফউকাল, ইতালির ভেরোনা ইউনিভার্সিটির ড. রিটা ললোর, ইন্টারন্যাশনাল এজেন্সি ফর রিসার্চ অন ক্যান্সার, ফ্রান্স র ড. জিসিস কোজলাকিডিস এবং কাতার বায়োব্যাংকের পরিচালক ড. নাহলা আফিফি ইভেন্টটিতে বক্তব্য রাখেন।

অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত মুহাম্মদ আব্দুল মুহিত এবং বিএসএমএমইউর উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদ। অনুষ্ঠানটির সার্বিক সমন্বয়ে নিবিড়ভাবে কাজ করেছেন আইরিশ-বাংলাদেশি ক্যান্সার গবেষক ড. আরমান রহমান, বিএসএমএমইউর অধ্যাপক ডা. লায়লা আঞ্জুমান বানু এবং অধ্যাপক ডা. মো. সায়েদুর রহমান। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালন করেন ড. আরমান রহমান।

বিএসএমএমইউয়ে ক্যাডাভেরিক ট্রান্সপ্লান্ট নিয়ে গোলটেবিল বৈঠক

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বিএসএমএমইউ) ক্যাডাভেরিক ট্রান্সপ্লান্ট সংক্রান্ত একটি গোল টেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৃহস্পতিবার দুপুর ১২টায় (২২ সেপ্টেম্বর ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ) শহীদ ডা. মিল্টন হলে জাতীয় ক্যাডাভেরিক ট্রান্সপ্লান্ট কমিটির বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় সেল এর আয়োজন করে।

গোল টেবিল বৈঠকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ ও বারডেম হাসপাতালের চিকিৎসকরা অংশ গ্রহণ করেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাডাভেরিক ট্রান্সপ্লান্ট সেলের সভাপতি অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান দুলাল সভাপতিত্বকালে বলেন, জাতীয় ক্যাডাভেরিক ট্রান্সপ্লান্ট জাতীয় কমিটির সভাপতি ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যলয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ডা. মোঃ শারফুদ্দিন আহমেদের নেতৃত্বে আমাদের দেশে ক্যাডাভেরিক ট্রান্সপ্লান্টের কাজ অনেক দূর এগিয়েছে এবং খুব দ্রুত দেশে ক্যাডাভেরিক ট্রান্সপ্লান্ট শুরু হবে। সকল শ্রেণি পেশার মানুষের অংশগ্রহণে এ কর্মসূচি বাস্তবায়িত হবে বলে বিশ্বাস করি।

বৈঠকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের এ্যানেসথেসিয়া এ্যানালজেসিয়া এন্ড ইনটেনসিভ কেয়ার মেডিসিন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ আশরাফুজ্জামান প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

সম্পাদক : ডাঃ এস এম ইয়ার ই মাহাবুব, **নির্বাহী সম্পাদক :** সুব্রত বিশ্বাস, **নিউজ:** প্রশান্ত মজুমদার ও সুব্রত মন্ডল, **উপদেষ্টা:** অধ্যাপক ডা. হারিসুল হক, অধ্যাপক ডা. মামুন আল মাহতাব (স্বপ্নীল) **মুদ্রণে :** মোঃ মোফাজ্জল হোসেন, **ছবি:** সোহেল ও আরিফ, **প্রকাশক :** ডা. স্বপন কুমার তপাদার, রেজিস্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত), বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় **ওয়েবসাইট:** www.bsmmu.edu.bd ই-মেইল: mediacell@bsmmu.edu.bd, **মুদ্রক :** পরশ প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স, ১৯৩/এ, ফকিরাপুল, ঢাকা-১০০০।